অ্যালজেব্রা

অরিন্দম নাথ

আমি তখন ধলাই জেলার এস . পি. । থাকি পুলিশ সুপারে সরকারী আবাসনে। পরিবার সহ। আমার বাংলোয় একটি ছেলে রান্না -বান্না করত। ছেলেটির কৌতুকপ্রিয়তা ছিল টন -টনাটন। রোজ সকালে আমার স্ত্রীকে বলত , 'ম্যাডাম, আজকে কি অ্যালজেব্রা রান্না কইরা লামু ?'

ম্যাডাম হেসে তাকে সম্মতি দিতেন। তার অ্যালজেব্রা হচ্ছে মিশ্র -সবজির তরকারী। এর মধ্যে থাকতো আলু ,লাউ,গবি বা বাঁধাকপি , বেগুন বা এগ -প্ল্যান্ট, কলা বা বেনানা এবং বিভিন্ন ধরনর রুটস্। এর সবগুলি যে প্রতিদিন থাকত তেমন নয়। অ্যালজেব্রাতে এক্স (x) যে-কোন মানই নিতে পারে।

অ্যালজেব্রা কে আবিষ্কার করেছিলেন এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আরেকটি প্রশ্ন করব। মানব সভ্যতার প্রথম আই.সি.এস. অফিসার কে ছিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এই ধাঁধাঁটিতে , 'হি স্যাটস্ বি -টুইন টু ম্যাটস্ উইথ অ্যা স্যরনেইম আই.সি.এস.। হু ইজ হি ?'

এই আই .সি.এস. উপাধি ধারি ব্যক্তটি আসলে অংক (MAT-HE-MAT + ICS) । কারণ অংকের বানানে তিনি(HE) দুইটি ম্যাট(MAT)-এর মধ্যে বসেন। শেষে থাকে

তাঁর আই.সি.এস.(ICS) উপাধি। এক জন চতুর X-pert অ্যালজেব্রার আবিষ্কারক বলে কথিত আছে। তিনি ভীষণ বানান ভুল করতেন। এই থেকে তাঁর মাথায় এই চিন্তা আসে। তাই অ্যালজেব্রার X রাশি কিংবা তার পরিবর্তে যেসব অক্ষর আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে কোন গ্রামার থাকে না। প্রায়শই ভাওয়েলের বালাই থাকে না। আবার অনেকে বলে অ্যালজেব্রা নাকি অ্যালজিয়ার্সের লোকের ভাষা। একবার প্রেসিড্যান্ট বুশ নাকি অ্যালজিয়ার্সে গিয়ে প্র চণ্ড সমস্যায় পড়েছিলেন। কারণ তিনি অ্যালজেব্রায় খুব কাঁচা ছিলেন। পৃথিবীতে সবচাইতে অসুখী কিতাব হচ্ছে অ্যালজেব্রা বই। কারণ এতে শুধুই প্রব্লেম। রোমানরা অ্যালজেব্রায় খুব ভালো। কারণ X তাদের কাছে সব সময়ই পারফেক্ট টেন।

আমি ধর্মনগর বীর বিক্রম স্কুলের ছাত্র। আমাদের অ্যালজেব্রায় হাতেখড়ি অনুকুলচন্দ্র শর্মা নামে এক স্যারের হাত ধরে। জানিনা স্যার এখনো জীবিত আছেন কি না ? তাঁর ক্লাস আমাদের খুব পছন্দের ছিল। চটপট কোন অ্যালজেব্রার কঠিন প্রব্লেম সলভ্ করে ফেলতে পারলে ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে ক্লাসের বাকি সবার সামনে করে দেখানোর সুযোগ মিলত। এনিয়ে রেষারেষি হত। অনেক সময় কোন কোন অ্যালজেব্রার প্রব্লেমের উত্তরপত্রে ভুল থাকত। কয়েকবার করার পর আমরা যখন দুঃখী বইটির উত্তরপত্রের উপর সন্দেহ প্রকাশ করতাম তখন তিনি বলতেন , ‘বলিস কি রে?’

ক্লাসে শুধু এই একটি বাক্যই তিনি শুদ্ধ বাংলায় বলতেন। এ ই উত্তরটি যে ভুল , তিনি আগে থেকেই জানতেন। শুধুমাত্র ছেলেদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য বারবার করতে দিতেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কাজে এসেছিল। আমাদের ক্লাসের প্রায় প্রত্যেকটি ছেলেই অংকে ভালো ছিলাম। উপরের শ্রেণীতে উঠে তাঁর চেয়ে আরো শিক্ষিত শিক্ষকেরাও অংক করতে গি য়ে ঘটনাচক্রে ভুল কর লে চ্যালেঞ্জ করতে পিছপা হতাম না। আরেকটি কারণে স্যার আমাদের কাছে প্রিয় ছিলেন। তিনি আমাদের কর্ম-শিক্ষার ক্লাসও নিতেন। আমাদের ছিল কার্পেন্ট্রি। কাঠ দিয়ে বিভিন্ন

ধরনের খেলনা বানানো। একবার ছ `জনের একটি গ্রুপ মিলে ‘হংস নৌকা’ বানিয়েছিলাম। সেখানে শুধু মজাই মজা।

আমাদের ছিল শুধুই ছেলেদের স্কুল। মেয়েদের স্কুল ঠিক আমাদের উল্টো দিকে। তাদের সম্পর্কেও স্বাভাবিক উৎসাহ ছিল। অর্থই অনর্থের মূল। এর পাশাপাশি মেয়েরাও যে অনর্থের মূল তা প্রমাণে ছেলেরা ব্যস্ত থাকতাম। আর অ্যালজেব্রার মাধ্যমে প্রমাণ করতাম মেয়েরাই অনর্থের মূল। আমি এই অংকে যাব না। জগতে অর্ধেক আকাশ নারীর। আর অর্ধেক পুরুষে র। আর সবার জীবন সুখে দুঃখে ভরা। অ্যালজেব্রার মাধ্যমে বিষয়টি নিম্নরূপে প্রমাণ করা যায়।

জীবন + প্রেম = সুখ
আবার, জীবন - প্রেম = দুঃখ
যোগ করে, ২ (জীবন) = সুখ + দুঃখ
অর্থাৎ, জীবন = (সুখ + দুঃখ)/ ২
সুতরাং, জীবন = ১/২(সুখ) + ১/২(দুঃখ)।

সবশেষে আমার এক প্রিয় কবি বিনয় মজুমদারের কবিতা ‘একটি গান’-এর স্মরণ নিলাম :

“X=0
এবং Y=0
বা, X=0=Y
বা, X=Y
শূন্য 0 থেকে প্রানী X ও Y সৃষ্টি হলো
এই ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি শুরু হয়েছিলো।”